দৈনিক খবর

তারিখ 17 MAY 1989
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 3

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

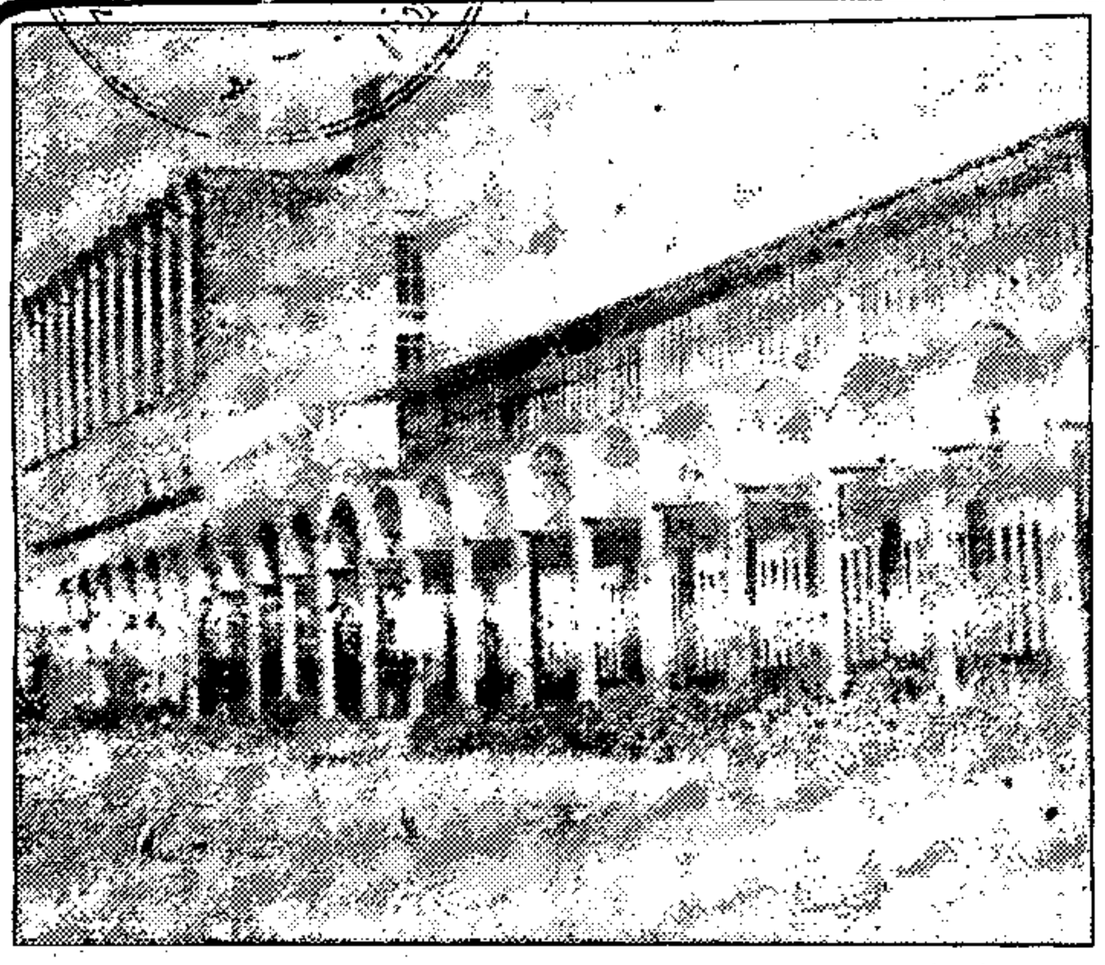

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভবন

বাংলাদেশে কৃষি প্রকৌশল শিক্ষা

——দেওয়ান রাশীদুল হাসান

কৃষি প্রকৌশল বাংলাদেশে একটি নবীন পেশা হলেও এর সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে অপরিমেয় ও সুদূরপ্রসারী। প্রকৃতির নির্মম আচরণে ক্ষত-বিক্ষত এই দেশকে গড়ার কাজে একজন কৃষি প্রকৌশলীর ভূমিকা বন্যা নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে ফসল উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণের কৌশল পর্যন্ত বিস্তৃত। কৃষকের মুখে হাসি ফোটানোর এবং আগামী প্রজন্মকে এক সোনালী ভবিষ্যৎ উপহার দেবার মহান দায়িত্বের সিংহভাগ তাই একজন কৃষি প্রকৌশলীর কাঁধে ন্যস্ত। কৃষি প্রকৌশলে ডিগ্রীধারীরা দেশ গড়ার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থেকে ইতিমধ্যেই স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে প্রতিভার সুনির্দিষ্ট স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হয়েছে।

আমাদের দেশের কৃষি প্রকৌশলীরা সুপরিকল্পিত উপায়ে কৃষি উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখার সুযোগ থেকে অদ্যাবধি বঞ্চিত। দেশের সার্বিক উন্নয়ন চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে এ ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগে এমন একটি সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন যা কৃষি প্রকৌশলীদের লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতার সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সমর্থ। উপাচার্য প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আসাদুর রহমান বলেন যে, কৃষি প্রকৌশলীদের দক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমেই জাতীয় উন্নয়নধারা বেগবান করে তোলা সম্ভব।

শস্য উৎপাদন এবং সংরক্ষণে যথোপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং তার সঠিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন। কৃষি প্রকৌশলীদের মুখ্য ভূমিকার কথা বিবেচনা করে দেশের প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ডের সাথে সংগতি রেখে কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সুদক্ষ কৃষি প্রকৌশলী তৈরী করা হচ্ছে।

কৃষি প্রকৌশলীদের যথোপযুক্ত ভূমিকা ও অবদান শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। বরং কৃষি প্রকৌশল শিক্ষা কর্মকাণ্ডের গতিশীলতার সামঞ্জস্যপূর্ণ বাস্তব প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন সরকারী সহায়তা ও দিক নির্দেশনা। কৃষি প্রকৌশলীদের লব্ধ জ্ঞান পরিকল্পিত ও সম্মিলিতভাবে কাজে লাগিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা যেতে পারে। কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদ ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দেশের প্রকৌশল ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে অবদান রাখছে।

আধুনিক বিশ্বের কৃষি কার্য ও কৃষি প্রকৌশলের ব্যবহার ছাড়া কোন অবস্থাতেই উপযুক্তভাবে ফলপ্রসূ হতে পাকরে না। খাদ্যে আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ না হবার কারণ হচ্ছে যে, আমাদের দেশ কৃষি প্রকৌশল ও কৃষি প্রকৌশলীদের গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়নি।

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত এবং উন্নয়নশীল বহু দেশে যখন কৃষি প্রকৌশল বিভাগ একটি সংস্থা হিসেবে তাদের নিজ নিজ অবদান রেখে যাচ্ছে তখন আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে এমন কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার চিন্তা কোন মহলে হয়নি। এই চিন্তাধারা জাগ্রত করার ব্যাপারে অতীতে বহু প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারের নিকট বহুবার এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব এবং পূর্ণাংগ রূপরেখা পেশ করা হয়েছে। কিন্তু কার্যতঃ এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

ভূমি উন্নয়ন, সেচ, পানির অপচয় রোধের মাধ্যমে পানি বন্টনের ব্যবস্থাদি, উপর্যুক্তভাবে ফসলের জমি তৈরী, অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা, শস্য আহরণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি কৃষি কাজের সর্বস্তরে কৃষি প্রকৌশলের যে অবদান রাখার সম্ভাবনা আছে, তা উপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে পারলে দেশে আজ যে পরিমাণে উৎপাদিত ফসল নষ্ট হয় তা বহুলাংশে রোধ করা সম্ভব এবং শুধুমাত্র এই অপচয় রোধের মাধ্যমে আমরা দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে পারি।

এ পর্যন্ত কৃষি প্রকৌশল অনুষদ থেকে ৬৬৪ জন কৃষি প্রকৌশলী ডিগ্রী লাভ করেছে। এই প্রকৌশলীদের অনেকেরই উচ্চতর ডিগ্রীর গবেষণার ফল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রশংসিতভাবে সমাদৃত হয়েছে।

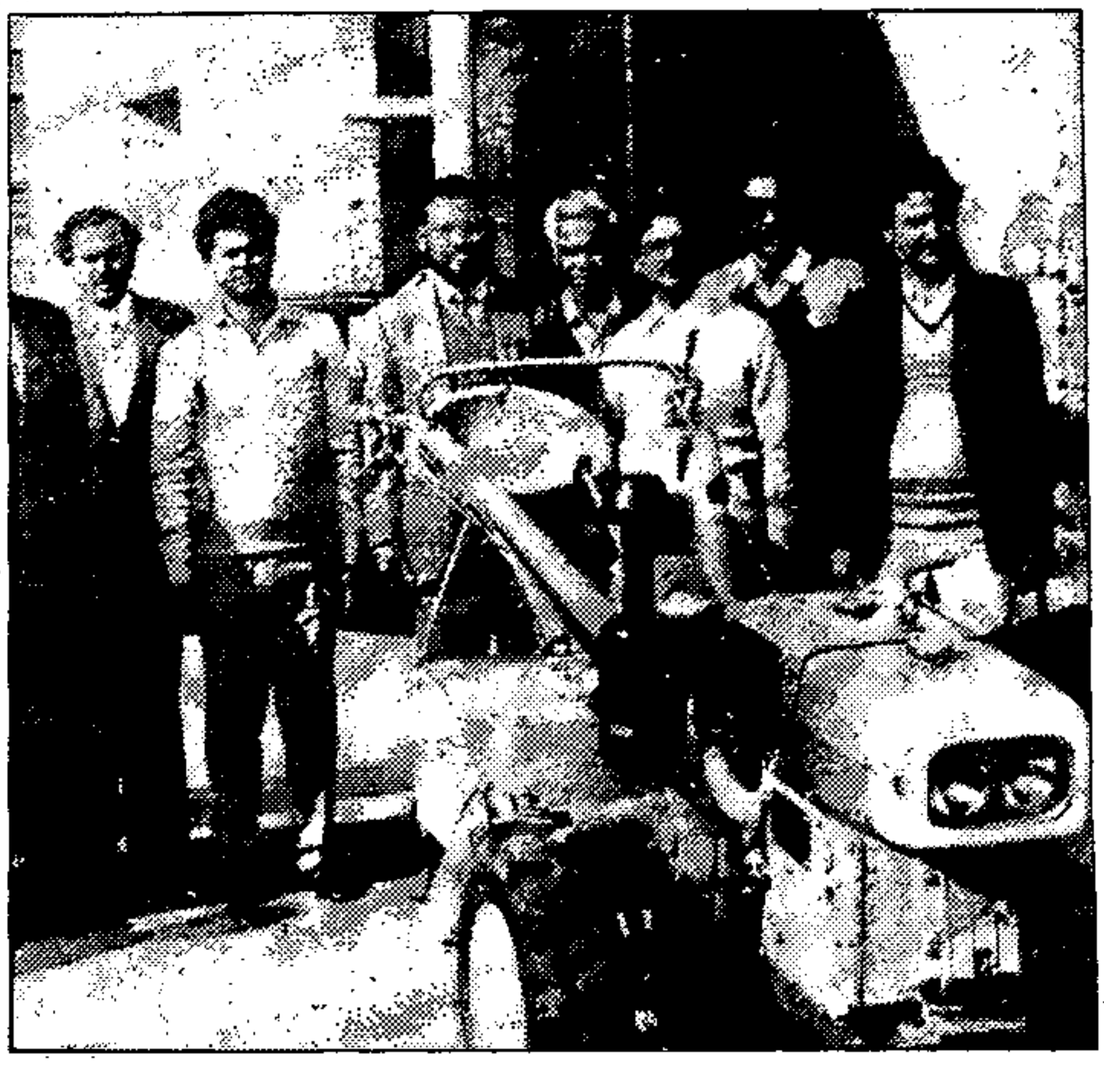

কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি অনুষদের শিক্ষার্থীদের জন্য পূরবী সিণ্ডিকেট প্রদত্ত একটি ট্রাক্টর আনুষ্ঠানিকভাবে উপাচার্য ডক্টর আসাদুর রহমানের কাছে সম্প্রতি হস্তান্তর করা হয়